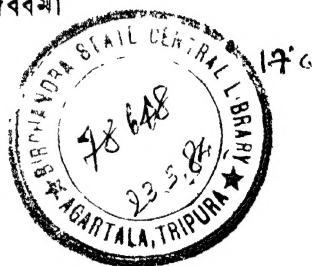


সিমালোং সাকাত্ত হলংনি থুম্

(শ্মশানে পাথরের ফুল)

নন্দ কুমার দেববর্মা



: প্রকাশনায় :

কক-বরক সাহিত্য সভা, আগরতলা ।

SIMALWNG SAKAO HOLONGNI KHUM

by Nanda kumar Deb Berman alongwith
Bengali Translation.

ছেপেছেন :—

প্রেসীনা,

লক্ষীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :—

পার্থ গাঙ্গুলী। আগরতলা।

প্রকাশ করেছেন :—

“কক-বরক সাহিত্য, সভা”র

পক্ষে বিকাশ রায় দেববর্মা

দাম—পাঁচ টাকা।

—: প্রাক কথন :—

কবিতাই একটি ভাষা—এ নিয়ে আর কিছু বলবো না। শিল্পী পার্থ গাঙ্গুলী প্রচুদ একেছেন নানা ব্যস্ততার মধ্য থেকে। এঁর কাছে আমি ঋণী। ‘কক-বরক সাহিত্য সভা’র ভাই বোনেরাও নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। এরাও ধন্য বাদাহঁ। ‘প্রেসীনা’র সত্য চক্রবর্তী মহাশয়ের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া অল্প সময়ে বই বের করা সম্ভব ছিলো না। বাংলা অংশটা কবিতা হয়েছে কিনা জানিনা— কারণ, বাংলা আমার মাতৃ ভাষা নয়।

নন্দ কুমার দেববর্মণ।

শ্রীমানন্দ কুমার দেববর্মাই কক-বরক সাহিত্যে প্রথম কবি
যাঁ'ন সমসাময়িক বাংলা কবিতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কবিতা
লেখা শুরু করেন । 'কক-বরক' এর মতো একটা ভাষার
ক্ষেত্রে এটা একটা নজীর । আসলে ভাষা ভিন্ন হলেও
নিপুণবাঘ বাংলা এবং কক-বরক একে অপরের পরিপূরক,
হৃৎ-এর সৌন্দর্য্যাময় সমাবেশ ।

এইটি সমাদৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে ।

বিকাশ রায় দেববর্মা

কক-বরক সাহিত্য সভা,

আগরতলা ।

ইয়াক পাই (উপহার)

কল্যানীষ সুজয় কৃষ্ণ দেববর্মা (মুগ্ধ)

ও

বাসুদেব সেনাপতি (বর্ধমান, পঃ বঙ্গ)

কে

মুং-তাং (সূচী-পত্র)

- ১। বংবাঁবাই মুকুয়াখুদে নীঙ (ভ্রমর দেগো নি ভূমি)
- ২। সীকাংগ ইয়াখারাই (সামনে সেতু)
- ৩। তাল খাইসন (বৃক্ষ পক্ষ)
- ৪। সীনাংল সীবাইনা ইমাং (আবর্ত ভাঙার স্বপ্ন)
- ৫। থরান পাইখে উআতাই (থরা শেষে বৃষ্টি)
- ৬। তাঁমা কক-তংমানি পর্গাই খাংখা (কি কথা ছিলে, ভুলে গেছি)
- ৭। বলংলামা তাই উআইসা (অরণ্য পথে পুনঃ)
- ৮। চি-নাই-বা বিসি লাইয়াই (অনুবাদ)
- ৯। কারতিক নি পানথর' তাল (অনুবাদ)
- ১০। নবার উআতাইনি ককতুন (বৃষ্টি বাদলের সংবাদ)
- ১১। ষেফুক হরবাই কিতি'জাক (চার পাশে রাত বগন)
- ১২। থাপাং কুতুগ' তাবুক রাংচাকনি সাতুং (কাংখিত সোনা রোদ, হৃদয়ে)
- ১৩। সাজুরানি উআয়িং (অবসরের দোলনা)
- ১৪। সিমালীঙ সাকাঅ হলংনি থুম (শ্মশানে পাথরের ফুল)
- ১৫। আনি উংকলক ফাইঅ থরকসা (কোন একজন আসছে আমার পেছনে)
- ১৬। কক-কীরাংরগ কাবথে (কথা শিল্পীরা কঁদলে)
- ১৭। সামপারিনি থুরিঅ থানতি (তাঁত 'পালে সামপারি)
- ১৮। হাতি বনদক নি কক-থল (দিনে খালি-খাওয়ার কাব্য)
- ১৯। সাপান তাং : : : : : বেরাই (শাপা- তাং পাহাড়ে ভ্রমণ)

বংবীরাই নুকষাথুকে নীঙ

বংবীরাই নুকষাথুদে নীঙ
মকলনি উয়াতীটবাট তুকুজাক
হামজাকমা উয়ারিং খিলিতে খিলিতে
সাবুরাম বুকম গান্না রেকেনাই ।

বীকীরাংগ হলংহাই রাটারমুং
জীনার' বিরিমান বীখাত চাইট
হাচালনি কথমা তুনুট বীফাটে নাই ।

বন নুকষাথুন' নীঙ
মুকুতাই মীনীট থপমা থপমাথে থুমুট
লাংমা নি বথপা থপনাই
তাই নিনি তুংলুন্ খাপাংনি নুগলন
রেকেনাই !

ভ্রমর দেখোনি তুমি

ভ্রমর দেখো নি তুমি
চোখের-বৃষ্টিতে ভেজা
ভালোবাসার দোলনা দোলাতে দোলাতে
নিয়ত চারপাশে যে ঘুরে

ডানায় পাথর-নীল গান
কোন বিপন্ন-বিপদ বুকে চেপে
দূরের শব্দ সম্ভার যে নিয়ে আসে !

তুমি দেখো নি বোধ হয়
বিন্দু বিন্দু হাসি-কান্না দিয়ে
যে প্রেমের বাসা গড়ে
আর তোমার রোদোফ় বাতায়ন বন্ধ করে '

সীকাংগ ইয়াখোরাই

ওয়ানামা সলজাকলাইঅ চীঙ
ফিয়া বীমোকসে চাল্লাই তংলাইখ
বোখা বাই বোখা

ইয়াগোরা খমপুই ফু-ছু
চাসলক রিগনাই ফানসিলি বাই নারজাক, লবজাক
ইয়াগসিনি নখা' নোয়াইরগ কীবাংমা
নীঙ ব কবন' আং ব কবন'
বিখাং হাচোকনি বেসেরতীই পেখাগোই ফাইঅ
বিসি কীতাল নি জাছুনি খরাং
হাতাল সমলীলীক জাই গীনাং
তাকীলাই মাইফাং-খুফাং হামমানা
মফীরাই বুদ্ধক তিসিংগ' বান্তা
নাসিংগ ওয়াই থপ্সা

সালবা হাইথে দে থাংন
ওয়াইসা যা ওয়াইসা থান্সা ইয়াপিরি নাসিংগী
সীকাং গ ইয়াখোরাই নাহাদি
তাতা তায়ুং হাই !

সামনে সেতু

ভাবনা সংক্রামিত হয় ঠিকই

এখনো হৃদয় হতে এদযেব ছুবছ কতো ।

ডানে বৃষ প্রজাপতি বা

বিশোধা আচলে হেলানো খেলানে ,

বঁায়ে অদাশে নোয়ই পাখীবা এসেছে,

ভূমিও এডো, আশ্রয় পাও

কেন্ সন্কণ গাবি ছি, ব'ব আসে

বসাপন্তে অদগা 'ব

দৌ দা পব.ত এব'ব এমন হ'ব ডানে

পাওতে ব গাঁদুব চায় পশল মেন

দিন বি এ ভাবেই যাবে—

একবার দেখা দেবই সম্মিলি - দক্ষিণ

চ ওবে, মতো এখন আত এতু নম্র -

তল থোইসন

স'ন'ত ন'ত মান্‌অ ব'ল' হ'ল' ন

গানানি তাম। ও গুলু

বু হবনি দখব তাঁ নথাবজাক

থোট ন' হ'ল'ক ব'ল'ব'ম' ন

সোবা ও'র কোব'র ব'ল'ব'ন ইথাক'ল' হ'ল' ন

স' ম'ন' হ' - হ' হ' ব' ন' ম'জ'ক ব'ল'ব'দ

অম' বা সোব' প' ন' হ'ল'ক'ম' অ'ব'া অ'

ব'ল' হ'ল'ম'দে ক'ল' ন'ত

দাশ ভুমুঙ ফাট'থে

স'ন' ম' হ'ল' ব'ল'জ' ম'ল'ন' ন

কৃষ্ণপঙ্ক

সহজেই চেনা যায়
পাশের উষ্ণ নিঃশ্বাস
কোন আগুনের গহ্বর থেকে বেড়িয়ে আসা
রক্তকে হাত্রে হাতরেই ।

এ কোন মহা শিল্পীর হাতে গড়া
জীবনের জল-কাদামাথা অবয়ব
নাকি কোন অরসের শক্তিকে শানিত করি ।

সূর্য যদি উঠে
আজকের স্বপ্ন দেবে আলো ।

সোনাল সীবাইনা ইয়াং

ইয়াং চখাছুক কচ'

কিসা কেৰেং-কাৰাং বীচাৰমং নি কক্খাইৰগ

ইয়াং হাট হাটীকনি কিফুল ফুক

খাছু বেরমানি মানদগক বুবার

বাবীরাই—

হাম তীট নুথুং তীটসানি পাইথকগ

নাহাৰীট আনি আচীই,

সাল থাংবাই লামা চাক্ৰর

কুংকক্'—কুংকক্' পুংগ খাইৰগনুশু

তামথে সানাই ।

ইয়াক মচমথেই ইয়াফা ইয়াফা মাই

বীখা কুপুলুঙ মামিতা নি হর' .

গীমা সোনালবাই খলবজাকথা ?

আবাগীট ন সাল,

নোঙ চেৰাইসা অীগীট ফাইদি

চাতিনি সেং তীয়াট

বীখা ন বখট বীউয়ানো নন'

হিমানানি লামা !

আবর্ত ভাঙার স্বপ্ন

হাতে ছিন্ন চড়কাব তুতো
কিছু বিচ্ছিন্ন সঙ্গীত শব্দ
দুপ্পেব মতো গাহাড থেকে নেমে আসতে
খোঁপায় গুঁড়ো একটা শুকনো ফুল—
এমন সংসার নদী প্রান্তে
আমাব ঠাকুমা
সৃম্যাস্ত সময়,
পথে ডেকে বড়ো গতিমানে

কি ববে বোঝাঠি,
হাতে মাঠা মাঠা সোনা-ধান
হৃদয় উপর 'মমিতা' বাতে,
এখন কোন আবর্তের অন্তবালে ?

ওই, সন্ধ্যায় বলি
তুমি নিশু হয়ে জন্ম নাল
আলোয় আলোষাব হাতে
বুক পেতে দেবো ছাপেয়ে পথ !

ধরান পাইথে ওয়াতীই

“তাবুকলে মীতাইরগ নাইখীলাইজাখা”

বরক সালাই মানি ।

বরক কীনৌই ন ইয়াসকু সাখা রি কানজাক,

বাসরা মীখাং

বীসাগ’ হা তাই মাইখুল নি বাহায় ।

বরক বাচামানি জাগা অ

তীই নি খীতীং বাই সবুই তংগ

পেখাগজাক পানখর ।

ধরান পাই ওয়াতীই তুকুতে তুকুতে

তাংকীরীং নি সামুংন নাইঅ ।

বরক সিঅ, তাবুক মীতাইয়া

বরক’ মাসানি সামুংসি

বরক নি ইয়াগ’ ন মচমজাক চীলৌই ।

বরক সিঅ

ধরান পাই উয়াতীই আব

বুমানি হামজাকমা বীসানি বাগৌই ।

থরা শেষে বর্ষা

“এবাব ঔগবান দয়া কবেছে”—

ওবা বলছিল।

ওবা ঢুজনেই আহাটু কাঁপড়ে, বেচাবা মুখ
সাবা শবীবে মাটি শয্যেব গন্ধ

ওবা সেখানে দাড়িয়ে যেখানে
বৃষ্টিতে সেলাই কবেছে মাঠেব চৌচিব
থবা শেষেব দক্ষ কাজ দেখছে।

ওবা জানে এখন ঈশ্বর নয
একটা মানুষ চাই
যাব হাতে মৃঠোবদ্ধ বীজ

ওবা জানে
থবা শেষে বৃষ্টি সন্তানের জগে জননীব ভালোবাসা

তীমা কক তৎমানি পসাই থাংখা

সীকাং গ হাছুক কলকমা
সীবার' ইয়াক তলোই সীরাপসা তীলাংগাঠ
বিষাং থারীই থাংখা
তীমা কক্ সাহ থাংখা মুঠতু কীরীইখা—

সীমাই তাংখাতা সাইচুং হিমনাই
মানলিয়া
নগ, কিকিলনাই
মানলিয়া—
চিরিগাঠ বুটন রিংগানী
খবাং পালিয়া—
কাবোই বীখানি' পাস রহসিনাই
মুকতীই ফাঠলিয়া ।

'সংদারি তা অীংদ'
আ কক্ দা অীংখামু—
আব ব' পগীই থাংখা ।

কি কথা ছিলো, জানি না

সামনে দীর্ঘ পথ ছিলো—

কে হাত ধবে এখানে নিষে এসে বেথে গেছে

কে কথা বলে গেছে, ভুলে গে'ছ

প্রতিজ্ঞা কবেছি সামনে এগুৰো

পাবি নি

যবে ফিবে যাবো, পাবি নি

চিৎকাব কবে কাউকে ডাকবো

শব্দ এলো না

কেঁদে কেঁদে তৃপ্ত হবো

চোখে জল এলো না ।

‘একা হযো না’

এই ছিলো কি কথা ।

তাও ভুলে গেছি ।

বলং লামা তাই উয়াইসা

তেলেকার নখা পির কুরু
ফাংগাইমা জরানি রাংচাক মুচংমা
ইয়ারীট পের'
জো গীনাও হা অ ।

আংগীট মানথে পুরনি হাট রি কীরীট
হীনথে হিমসদি ইয়াকারীট
বলংগ রুতুক না বাছাট মতম

অরণ্য পথে পুনঃ

বনফ জোৎস্নায়ও উৎকীর্ণ হয় গাঠন্য স্বাম
আদিম বন ইচ্ছে উদ্ভিদ হয়
দোয়াশ শরীবে

যদি হতে পারো পূর্ণিমার মতো উলঙ্গ
তবে বেলো বান প্রান্তে
অরণ্য পাহাড়ে খুজি কণ্ডরী শিলাজতু ।

কার্তিক নি পানথর' তাল্

সীলাইকসাই ফাইতে অ বীথা—

হার্চাক হাই আ চুমুই

লগে তুবুঅই

হর কুথুক, হব পাইথাগ' ফান'

যে-ফুক নন ।

কীথীই আ তুথুং কাইসা তিনি হব ইকারথা যা'ন ।'

কিচি-কাগাক চুমুই কুগর কিবিজাগীত থাংগা কবনত'

মিবিব চোরাই হাই,—নখা অ আথুকিরি চাংমানি থাইথা.

কীচাংমা জরা,—

তাইথে নীং সকফাইথা, পানথর থরগ'—তাল,

হা সাকা তিনি তাই অীং মানলিয়া

আগি যা অীংমানি—তাইথে ইয়াকাগীত

'কীমাই পাঠ থাংখা—তিনি ব আবনি কথক ন তাঁয়াই

তাই উয়াইসা বাচাথা ফাইআই ।

সাইজাগথা পানথর' হানি ইয়াকাগীরা ইয়াকসি

মাই খুলনি বারি চুয়াইবাট

তাংনাইরগ থাংবাইথা

বরকনি হানি কথমা—পানথর নি কথমা পাঠখে

তাইব তংফিকু বাগসা

নীং সিঅ, অ হ'লে সিদে সি !

(জীবনানন্দ দাশের—'কার্তিকের মাঠে চাঁদ)

ବୁବାର ତାଟି ଧାଈମା ଥାହିନିହି ଦରମପାହି କସକ
 ବେଂ ମାମାଲ କିଂଚଗ
 ରାମପାଞ୍ଚାକ ବେଂ ବାଲାଟି ହୁଗ
 କଫୁର ପିଲାଲା ହର' ନାମା ସିନିଜାକ୍
 କୁକଜାଗ ଶାସ୍ତ୍ରକିରି କଲନିହି କଲଥାମ
 କୌଚାଂଦର ନଥା ଅ—ସିନଜ' ତାଥୁକରଗ
 ରେକେଅ ମାନଥର

ବୁବୁମ୍ ଚାଅଟି ତାବୁକ ବ
 କାଂମା ମଗ' ବରକାନ—
 ବାହ ଉଠେ ଚିନିହି ବିାସ
 ଲାଟି ଥାଂଲାଂ ।

(ଡିବିନାନନ୍ଦ ଦାଶେବ ପଞ୍ଚିଶ ବଛବ ପବେ କବିତା ଏ ଅକ୍ଷରାନ୍)

চি-নীই-বা বিসি লাইয়াই

পাঠিথাক ব বাই ফেদুরু মালাইখা পানথব'
সাখা, “সাল তাবুকুগী জরা অ
ডাই উয়াইমা ফাইফিদি নীঙ—ফাইনা মুচুংখে,
চি নীই বা বিসি লাইখে ”

হাইখে আঙ কিকিলখা নগ'
ডাইখে, উয়াইবীসীক তাল বাই অ'থুকিবি
পানথব স কাঅ থাংখা থোযীই সিনজ' তাথুকরগ
নখা পিলালা হর' মাইতাং কতুগুই
ফাইখা থাংখা ! মকল মুকুমুই ইয়াগসি ইয়াগোরা
মুকুতীবীই থাংখা কেবা । আ' সাইচুঙ তংখা সিচ'ই
আথুকিবি থাপুকম' নখা অ
বনি সীলাই সীকাং ন ফাই অ জবা
তব' চি-নীই-বা বিসি বিয়াংতীই লাই !

ডাইখে, সালমা
করমলীক জাবীবা
কুপুলুঙ পানথব'—
বীলাইঅ, কীরান বেদেগ'
কগে' পানতীই আয়াং উয়াং—চীরাই বথপ কুককজাগ
সিয়ারি বাই মিসিজাক
লামা অ তককাই বখলঙ কাঁবাই তীই তীই, সেয়েম ।

নবার উআতীই নি কক-তুন

বীকীরাং তংগ, বীখা অ কক-তংগ
বেবাগ ন' কবলীই ন ফাইঅ থাংগ'
আতমসা আতমসা ।

সীবান সানাই, সীবান ব সাই থান
আমীক সালনি সাতকজাকমা
নিনি ততীরা কীচাজাক বুসু হাই
থাইয়াসা থিচিগন ই—ম উআনাই ন
তাবুক নবার উআতীই নি জরা

বাহাইথে সাই মানাই,
বেবাগ কক বুফুরু চাপজাগ ন
বেবাগ বীকীরাং অলাঅ ।

বৃষ্টি বাদলের সংবাদ

তাঁর পাখা আছে, হৃদয়ে ভাষা আছে
সবটাকোট পেপে এসে যায়
চুঠ'ৎ, চুঠ'ৎ ।

কি কবে বলি, কাকেই বা বলি
এতোদিন কার বঞ্চনা
এখন গল'য বিধেছে কাঁটা হয়ে
চিবদিন মন্ত্রনা দেব—এ ভেবেত
এখন ঋতু-প্তিব সময় ।

কি কবে বলি যায়
কবে সব ভায় আশ্রয় পাবে
সব ডান'দ ওলায় !

যেফুরু হর বাই কিতিংজাক

তানীই কচ' কচ' খীলাইয়ানী হানী
আচুক তংফান' ফাইনাই কাঁরাই
হাচাল' জাদেରେ পদনি খরাং খীনাগ
শিয়াল পুং, ওক্সা—তক্‌তীই পুংলাই অ
দামসা, দামনাঠ, দামথাম—
পাইথগ' খুমনি বাহাই জিব জিব
তব' কেইব ফাইয়া গানা অ

উনামা কক অংখা
আং তীই স্তু কংয়া
তামংগীই !

চারপাশে রাত যখন

বাতটাকে কেটে টুকবো টুকবো কববো ভেবে
জেগে থাকি—কেউ আসে না
দূব হতে নানা শব্দ ভেসে আসে
শেয়াল ডাকে, পাখীবা ডাকে
প্রথম প্রহর, দ্বিতীয় প্রহর, তৃতীয় প্রহর—
সব শেষে ফুলের পাপড়ি খোলা গন্ধ
তবু' কাছে কেউ আসে না—

আশ্চর্য্য হয়ে যাই,
আমাব তৃষ্ণাও লাগে না
কেন!



(২০) Rs 5.00

ধাপাং রুতুগ' তাবুক রাংচাকনি সাতু

তাবুক হাচাঁক-ইয়াথিলিক ইয়াপিরি সেলাই
তাখুক বাই বুখুক বাই—
সিয়ারি সমলোক হংগাঁই
কীপাল' আইতরমা ফতা ফুলজাক
সিকীলা চাসলক ত্রিপুরা হাজীক ইয়ালীক
আইচক্ খুমতয়া খলতে খলতে
চিনি লগেসং ।

ফাইদি চাঁং তিনি কাউয়'লু ইয়াথিলিক
বাঁখাবাই ইয়াখীরাই বলাই ।

আগিনি সাল'
কীরাঠ থাংথা বলং খুখ বুবার
ত্রিপুরা হা অ সাচলাঙ ফাইথে
রিগীনাই ফানসিলি রীগাঁই
বাহায় মতম্মা থাংথা কবনই ।
আগিনি সাল' . . .
খবা, কম্পানি বেকেরেং ফুরুং-ফাব
খুমলাইমাং খুমলাইমাং
খাকী লাব ফেহেলীই নাখা রুয়ানি বুয়া
রাংচাকনি সারিক মানিকমা কীলাংথা পজাসা
তুখুংগ লুমসক তুবুখ হাময়া-চায়া,

আবতীট সাল' বেকেবেং হা থেমাং থেমাং
লেংজাকথা বলং তকস। এক
বুৰাব বীথাইথা কইনেনে ।

তাবুক হাইয়া—

তাবুক বীথা বাট হা বাট বজাকথা ইষার্থীবাট
নথা খুতী নীত ইষাখিলিক কাঅট
তিনি সগীটনাট সাকা অ
নাখীলাই নাইনানি বিছু জবা অ ত্ৰিপুবা সাজীক
নগ' কিফিলথা
সাচলাঙ বিগীনাট কবনরীট
লামকু বুৰাব নি বীথাই সাবজাক
বিসা সমপিলি সবীই চিনি গান। অ
নাটথকথে ।

কাংশিত সোনা-রোদ, হৃদয়ে

এখন সিড়ি-ভাঙা পাহাড়ে উঠবো

সদলে—

শ্যামশ্রী বুয়াশা গুঠনে ঢাকা

ললাটে এব ঙরা

বয়ঃ সন্ধিতে ত্রিপুরা কত্যা

ফুল কুড়োতে কুড়োতে সঙ্গে এসেছে।

এসো, সিড়ি বেঁয়ে উঠি

হৃদয়ে—হৃদয়ে সাঁকো গড়ি।

সেদিনে ঝড়ে গেছে বন-ফুল—

ত্রিপুরায় বসন্ত এলে

আচলে উড়ে যেতো কস্তুরী

সেদিনে, বিকলাঙ্গ বাচ্ছিন্ন কংকাল

ঐক্যবদ্ধ করতে

বুক পেতে নিয়েছি কুড়োলের ঘা

সোনার সূয়া দিয়ে গেছে এক বোঝা অঙ্ককার

সংসারে এসে পাপের অস্থখ-বস্থখ

তেমন দিনে, পাজরে মাটি দিতে দিভে

ক্লান্ত পাখীরা,

পাঁপাড়ি ঝড়েছে অসহায়।

এখন তা নয়—

এখন হৃদয় আব মাটিতে সঁকো গভেছি
আকাশ হোঁয়া সিডি বেয়ে যাবো অনায়াসে
নীচে ‘বিস্ম’ উৎসবে
ত্রিপুরা বতী ফিবেছে গাঁয়ে
বসন্ত আচলে গাঁথা বন-ফুল
পবন সৌন্দর্য্য ভবে ।

সাজরানি উত্থায়িং

নন বামোই পাইজাষা নিবি'লে

মনাই থুজাদি মনাই

নাঁমা হাবা অ থাংগ

নাঁফা হাতিঅ থাংগ

থুখেইসে সগফাইলাই নাই

মনাই থুজাদি মনাই ।

ভগনি থাইচুম মৌখোবা চানী

মাসিংগা কীতাই বুকুব বাক্‌গানো

আমা তুদাই ফাইনাই

মনাই থুজাদি মনাই ।

আলিয়া কুনা নখা সম ফাইখা

তাবুক সিচাখে বিবিমান নাংখা

তাং বিনি পাইনা নাংনাই

মনাই থুজাদি মনাই ।

অবসরের দোলনা

দিদি এখনো ছোট কোলে নিতে পাবে না।

তোতন এখন ঘুমাও।

মা গেছে কাজে

বাৰা গেছে হাটে

এখন ঘুমালে ওবা আসবে

তোতন এখন ঘুমাও।

ছুমেব ফল (বাংগি) বানবে খাবে

মাসিংগাটাও (আখ জাতীয়) শক্ত হয়ে যাবে

মা সব নিয়ে আসবে

তোতন এখন ঘুমাও।

ঈশানে কালো মেঘ

এখন জাগলে বিপন্ন হবাব ভয়

পূর্বাহ্নেই সব কাজ সাড়া চাই

তোতন এখন ঘুমাও।

সিমালীও সাকাত হলংনি খুম

মীতাইনি সোষাবি ম'ই ফলারগ
সীনার্মীট তিসাখা খুমবীলীও
ইয়াগসি ইয়াগীবা তক্সা ম'কতীই
তাই খুম-বাহাই সাতোরাই তকজাক
সাপুং হপুং—

বুথুরু, সীবানি মীখাং ন নাইখীট
আসীক তংথকখা সিছ জাতি-নাসানি তুথং

আবপাইথে, কীলাংখা চংপ্রেং কচ
সিমালীওনি মুকতীই হলং অীংগীট
থপসা থপসাথে তাকজাগীট ফাইখা
মীখাং, বীসাক, তাই বিনি খরাংস্তুছন ।

ওয়াইসা উইস্তু কুথুক খাচবজাক জরাত
খীনাথ খবাং, চখা বুছক নি রীচাবমুং
মুকতীই বাই দালকজাক
উনকোটি অ ।

শ্মশানে পাথরের ফুল

ঈশ্বরের আশীর্বাদে প্রেতাত্মারা
গড়ে তুলেছে ফুলের বাগান—
চাবপাশে পাথ-পাথালী আব
অবণ্যে অরণ্য-ফুলের ধূপে গন্ধময়
দিন-রাত্রি, দীর্ঘকাল— ।

কবে, কাব মুখ দেখে এতো সমৃদ্ধ হয়েছিলো
স্বপ্ননে সংসার, কেজানে !

তাব পবে, পড়ে বইলে। ছিন্ন 'চংপ্র' (বাজ্যন্ত্র)
• শ্মশানের কান্না বিন্দু বিন্দু কবে গড়ে তোলে পূনার্থের
মুখ, শরীর, এমনকি কর্ণস্ববও ।

মাঝে মাঝে বিষন্ন নীববতায় শুনা যায়
সেই স্বনি চড়কা-লায়িত গান
কান্না মাথা,
উনকোটিতে ।

আনি উংফলকু খরকমা ফাইঅ

সাজবা সা'দিবব নাখোবাই কাবিখে
ব বাই মাঁচাংবাই বীংব না বীংগ
হাচাল নি হাপিং সিপিং বাহাই বাই
হানি হাচিং কলমা কলমাতীত
খাকোলাববাই মালাই
হা-ন হামজাগীত ফাইঅ
চীবাই সিতেমা মাসা— ।

পানতীত বগ চীংসাসা বাংচাকনি লংকু
মাইতাং সুনত্ববাই ত্বংসা—কুক্সা
ৰীখা যেফুক তীহাই কচগ'
আফুক বনি ঠীযাপাইনি খবাং মান অ
হা বাত কক সালাই, মীনীইলাই
হামজাকলাই
চীবাই সিতেমা মাসা—

কলকমা মিসিল নি বীতাংগ—
আনি উংকলক ফাইঅ খবসা
কলমতীত ন কালুঅই,
সীকাংগ মকল তাই খাকোলাব
চেয়াই সিতেমা মাসা ।

কোন একজন আসছে আমার পেছনে

আশাবরী সময় যখন অভিমানী হয়
মানানসই গান গাইতে পাবে সে
দূবেব তিল বন হতে গন্ধ নিয়ে
মাটির প্রতি বালুকণা বুকে পিষে
সবীক্ষপেব মতো দেশকে ভালোবেসে
একটি কিশোর ছেলে আসছে ।

শিশির যখন সোনা তুলোক
ধান শীষ শিহাবিত পতঙ্গ পাষে
হৃদয় তবলিত হয় জলেব মতো
সেখানেও তাব পাষেব শব্দ শোনা যায়
মাটির সঙ্গে সংলাপ কবে সে
একা একা, ভালোবেসে
একটি কিশোর ছেলে ।

দীর্ঘ এ মিছিলে আমার পেছনে একজন আসবেই
সব ঘাম পায়ে দলে
সামনে দৃষ্টি আব বুক
একটি কিশোর ছেলে আসছে— ।

কক-কীরীংরগ কাবথে

কীমাঅ নব বনি বদল' খরাং
ববা খাঅ হানি যত তক্সা
ইযাফা মচম্জাগ জরা স্তু ন
বুক্চা অীগ
আমিং হাই সারিক কীমাঅ
কক কীরীং কাবথে ।

কক কীরীংবগ তিমথে
সিকাম্‌বুক বিরীঠি মান
হাতি—আখাল ইযাসকু স্তংগীই দোষা সান'
হাচীক কপুলুঙ বীকরাং সীনাম' তক্‌হগ
পুংলাইঅ, বীচাব' ।

আবনি বাং
কক কীরীংবগ কাবমা চা'যা
ববক কাবথে সেরেম অীগে তাল পিরমা ।
কক কীরীং কাবথে
মীতাইনি মকল' ফাইঅ মুকতীই ।

কথা শিল্পীবা কঁদলে

বাতাসেব সব গান স্তব্ধ হয়
বোঝা হযে যায় জগতেব সব পাখী
হাত মুঠো সময় গুণ্য হয়
বিড়ালেব মতো বিকেলঙ হাবায়
কথা শিল্পীবা কঁদলে ।

ওবা হাটলে
শামুকেবা উড়তে পাবে
হাট বন্দব নতজানু হয়, ককনা চাষ
অবণ্য দেশে ডানা ঝাপটাৰ পাগীবা
ডাকে গান গায় ।

তাই, ওদেব কঁদতে নেই
ওবা কঁদলে ক্ষণ ভংগুৰ হয় জে'ৎস্নারাত
কথা শিল্পীবা কঁদলে
ঈশ্ববে চোখে নামে জল

সামপারি নি খুরি অ থান্তি

সমপারি বিসা তাকতী 'ই সমপারি—

তযা, লামকু, থমতকীট ত'ট থমপুট

বেম বেবেমথে সাব অ'

কুচুক হাচীক নি নখাবতে নখাবতে

উমাংবাট ছলজাক মানদাব চাক্‌ব'ব'

তাইযুংনি বৌকাং বাই থাপাং কবণমান

বীখা অ চবীচ,

থুম বাবসা কক থাইসা,

বিসা বীখাট থটসা কক থাইসা—

থান্তি কলুকমা তাবুক ব তংথ

বামথেবেং থেবেং • ই থাং হাই

কাইসা সাচলাঙ সাল'

কাইসা হল° ন বেকেঅহ ।

বেদিশা সামপারি বিসা তাকতে অ

হবনি খীতীং জাবিবি সিচিগীই ।

তাঁত কোলে সামপারি

‘রিসা’ বোনে সামপারি—

চামেলী, রক্তনী গন্ধা আর প্রজাপতি ফুল
সারি সারি, ছিটিয়ে—

পাহাড় হতে ফেরার পথে

সপ্নে সাজানো লালে লাল ‘মান্দার’

ধনেশ পাখীর ডানায় হারানো হৃদয়

নিয়ে এসে বন্ধ করে

একটি ফুল, একটি কথা

একটি অলংকার, এটি ভাষা— ।

এখনো দীর্ঘ তাঁত সামনে

কোন বসন্তে পাথরের চারপাশে

শীর্ণা ঝরণার মতো ।

বিদিশা সামপারি ‘রিসা’ বোনে

রাতের এলোমেলো স্মৃতি সারিবদ্ধ করে ।

সাম্পারি— একটি মেয়ের নাম ।

‘রিসা— বক্ষাবরণী ।

হাতি রনদক নি কক-খল

মাসিং নি বাঁলাই কোরানহাই
আনি হাতি রনদকনি অ সোটমুং ।

অমন' থুমলাই ন
কোরাংসা কুথুমলাই হর তংলাঠ্যান্ত
অমন' মৌসোংগীঠ
আন' কেইব মুইতু ন নারোগীলাক

আংব মুইতু নারোক মানলিয়া
সৌবাব' আন' বৃথুয়া মানীঠ
অ সাম্ম ন ঈষাগ' বেরোই কোলাংখা— ।
তাবুকথে আংব রুতুগ' খরকসা না,
“তাখুক, দ রমগীরাদি”, হীনোই কোচাং কোচাংখে
থাংনানি ।

‘কক-বরক’ আসোক কীতাই
ইয়াকারাই থাংফান' থাংসগয়া
কিফিল মা ফাইফি অ
তাই চুমুঠ অংগাই উঅর্তাই উআমাহাঠ !

দিনে আনা-খাওয়ার কাব্য

শীতের ঝড়া পাতার মতো

আমার কাব্য সাধনা—

একদিন সবাঁচ গোলাকাবে বসে

একে জ্বালিয়ে উষ্ণতা নেবে

আমাকে কেটে মনও বাখবে না।

যেমন কবে আমি মনে বাখিনি

কে, কবে আমাকে এ কাজে দাখে হাওয়া হয়ে গেছে

.

আমি চাচ্ছি দ্বিতীয় যাত্রী

যাকে ‘ভাই একটু ধরো তো !’

বলে চলে যেতে পারি।

কক-বনক এগে মধুর

যাবো বলেই যাওয়া যায় না

জল, বৃষ্টি মেঘের বুকে

ঘুড়ে ঘুড়ে আসা।

সাখানতাং হাচৌক বেরাই

হাপিং শীতান' গাবিং চুথুকজাক,
বীলাই কীবান, ছক কীবান
থাকুলু বুঢ়ক তুথু গ'
ল'বদাং তাবুক ব কিসকজাক
হাথ ই ন'ম'অ সাল, থাংবাই লাম বমজাক
'সবিং সবপ নবাব'
থল সিমিন' কাবতীওই সীলোকজাক
বুব' মদ'তিনি ইয়াফা এলানি মা'বি,
বুব' চখ'নি কলমওই, মামতা হবনি মকতীরাই
খাকক নি খবাং, ওই দা'তিনি উয়াবিং ?
বুব' চুচু সামানি কথমা, তাই
আচৌত ইয়াফাব মা'ন ইহুল ?
ওইগেবেংসিমিন এ'থু কইনেনে

ফবগ লামা বতক খোবাং'জ বুফাংগ
কথা-বুয'নি মা'বি মা'
বেলেংতীই নখ'বজাব,
খীতদা সিহ !

শাখানতাং পাহাড়ে ভ্রমণ

পরিত্যক্ত জুমে এখনো একটি টংসর
গায়ে শুকনো কুমোড লতা—
একটি বাতায়ন খোলা
দূর পাহাড়ের পাশে সূর্য্য অস্তগামী
নিস্তব্দ বাতাসে শুধু 'তুলো'র কান্না,
কোনখানে 'মধুতি'র পায়ের চিহ্ন,
কোথায় ঘর্মাক্ত চড়কা, নবান্নের জাগা রাত
লুপ্তের স্বনি, 'গার দাংছ'র দোলনা গান
কোথায় দাহুর রূপকথা
ঠাকুমার মোষা ভাত !
শুধু একটি ঝর্ণা আছে শীর্ণা ।

ফেরার দীর্ঘপথ জুড়ে
সবুজ গাছে গাছে দেখলাম
কুঠারঘাতের চিহ্ন
স্ফারিত রস,
রক্ত কেনা কে জানে !

